ঝিনাইদহে জেলা আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

দেশব্যাপী জামায়াত- বিএনপির ডাকা ৭২ ঘন্টার অবরোধের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে জেলা আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।সেখানে জেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ।

এ সময় জামায়াত বিএনপি ডাকা অবরোধ প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানিয়ে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু বলেন হরতাল অবরোধের নামে নৈরাজ্য ও জ্বালাও পোড়াও করার চেষ্টা করলে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে ঝিনাইদহ আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা।

ঝিনাইদহে জাসদের ৫১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের ৫১তম প্রতিষ্ঠা বাষির্কী পালন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৩১অক্টোবর) বিকালে ঝিনাইদহ পুরতন ডিসিকোর্ট চত্ত্বর থেকে শুরু হয়ে বর্ণাঢ্য র্যালীটি শহররে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষনি শেষে শহরের পোস্ট অফসিরে সামনে গিয়ে আলোচনা সভায় মিলিত হয়।

মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের বলিষ্ঠ উত্তরাধিকারী জনগণের অধিকার ও সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল জাসদের ৫১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ঝিনাইদহ জেলা জাসদের সভাপতি চন্দন চক্রর্বতরি সভাপতত্িবে অনুষ্ঠতি হয়। এসময় বক্তব্য রাখনে

□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□, □□-□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□-□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□, □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□-□□□□-□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□,□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□-□□-□□) □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□,□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□

জমি নাই তাঁ◌ঁর। দীর্ঘদিন ধরে পরের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে থাকেন। ওই মাঠে চাষি আলমগীর হোসেনের ড্রাগন সহ ১০ বিগা জমি বর্গা নেয়া। বাকি জমিতে আম বাগান করেছেন তিনি।

গতকাল সোমবার রাতে দূর্বৃত্তরা তাঁর ২৫ কাঠা জমির ৫ হাজার ড্রাগন গাছ কেটে সাবাড় করেছেন। বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ করেছেন,বলে জানিয়েছেন চাষি আলমগীর হোসেন। আমার জানা মতে কোন শত্রু নাই। তবে অনেক মানুষের কাছে সারের টাকা পাবো। সেটা নিয়ে হয়তো কেউ অখুশি থাকতে পারে।

তিনি বলেন, ড্রাগন গাছ লাগানো থেকে আজ পর্যন্ত ৮ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি গাছে ফল ঝুলছে। ওই ফল বিক্রি করলে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা হত। সব মিলিয়ে ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন, ওই চাষি।

চাষি টিপু সুলতান (টিপু) বলেন,আলমগীর ভাইয়ের নিজস্ব কোন জমি নাই। ভাগে বর্গে জমি নিয়ে চাষ করেন। ওই জমিটিও লিজ নিয়ে ড্রাগন চাষ করছিল। ২৫ কাঠা জমিতে চাষ করতে কম পক্ষে ৩/৪ লাখ টাকা খরচ হয়।এখন তো জমির প্রতিটি গাছে ফল ধরেছে, সব মিলিয়ে ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে মনে হচ্ছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাজিবুল হাসান বলেন, ড্রাগন গাছ কাটার বিষয়টি জানতে পেরেছি। অফিসের লোকজন গিয়েছিল। তারা স্বজমিনে দেখে এসেছেন। এ ছাড়া আমরা গবেষনা কেন্দ্রে কথা বলেছি,কাটা গাছগুলো কিভাবে রক্ষা করা যায়। ক্ষতিগ্রস্ত চাষীকে থানায় পাঠানো হয়েছে মামলা করার জন্য। এ ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবেও ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি,ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য। বিষয়টি নিয়ে উপজেলা মাসিক আইন শৃংখলা সভাও তোলা হবে,জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা।

কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) শারমিন আক্তার বলেন,ঘটনাটি আমরা শুনেছি। অভিযোগ এখনও হাতে পায়নি। তবে লিখিত অভিযোগ করবেন বলে জানা গেছে।

কোটচাঁদপুরে সড়কের পাশে পড়ে থাকা শিশুটি নতুন মায়ের কোল পেল

উপজেলা শিশু কল্যান বোর্ডের মাধ্যমে নতুন মায়ের কোল পেল কোটচাঁদপুরে সড়কের পাশে পড়ে থাকা শিশুটি। গতকাল সোমবার দুপুরে নির্বাহী কর্মকর্তা কার্যালয় থেকে শিশুটিকে হস্তান্তর করা হয়।

জানা যায়,গেল বৃহস্পতিবার (২৬-১০-২৩) তারিখ সকালে সোনিয়া খাতুন ও জিনিয়া খাতুন দুই বোন হাটছিল কোটচাঁদপুর থেকে তালসার যাওয়া সড়কে।

এ সময় সোনিয়া খাতুন কাপড়ে মোড়া বাচ্চাটি দেখতে পান সড়কের পাশে। কাছে গিয়ে জীবিত বুঝতে পেরে কোলে তুলে নেন বাচ্চাটিকে। এরপর বাড়িতে ফিরে আসেন দুই বোন।

এলাকায় জানাজানি হয়,বাচ্চা পড়ে পাওয়ার ঘটনাটি। খবর পান উপজেলা সমাজ সেবা অফিস, নির্বাহী কর্মকর্তা সহ সংশ্লিষ্টরা। পরে শিশুটিকে পড়ে পাওয়া মা সোনিয়ার কাছে রেখে কুশনা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহারুজ্জামান সবুজের জিম্মায় দেন সংশ্লিষ্টরা।

এরপর উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম, তাঁর ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে শিশুটির অভিভাবকত্ব নিতে চাওয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে আবেদন আহবান করেন।

এরপেক্ষিতে ওই শিশুটির অভিভাবকত্ব নিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও শিশু কল্যান বোর্ডের সভাপতি বরাবর আবেদন করেন,ওই শিশুটির কুড়িয়ে পাওয়া মা সহ ৯ জন।

রবিবার প্রত্যেকের পৃথক ভাবে স্বাক্ষাৎকার গ্রহন করেন,উপজেলা শিশু কল্যান বোর্ড। এরপর সবাইকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন সংশ্লিষ্টরা।
সোমবার দুপুরে শিশু কল্যান বোর্ডের উপ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৯ জনের মধ্যে ৩ জনকে প্রাথমিক ভাবে মনোনীত করেন,কমিটি। মনোনীতরা হলেন, যশোর বাঘারপাড়ার মুক্তা খাতুন (২৩),কোটচাঁদপুরের রামপ্রসাদ মজুমদার,ঝিনাইদহ সদরের ফাতেমা

খাতুন।

পরে ওই ৩ জনের আবারও স্বাক্ষাৎকার গ্রহন করেন,কমিটি। এরপর কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফাতেমা -সোহেল দম্পতির হাতে তুলে দেন শিশুটিকে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভুমি) নিরুপমা রায়,কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও উপকমিটির আহবায়ক ডাঃ আব্দুর রশিদ,সদস্য সচিব ও সমাজ সেবা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম, কমিটির সদস্য সাবেক মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম,ডাঃ তানভীর জামান প্রতিক।

এদিকে বাচ্চাটির কুড়িয়ে পাওয়া মা সোনিয়া খাতুন, অভিযোগ করে বলেন,আমার একটা বাচ্চা মারা গেছে। আল্লাহ ওই বাচচাটিকে আবার আমার কোলে দিয়ে ছিল। আমি পাবার পর থেকে বুকের দুধ পান করাচ্ছি। তারা আমার কথা ভাবলেন না,তারা ভাবলেন ধন সম্পত্তির কথা। তিনি এ সব বলছিলেন আর কাঁদছিলেন। পরে তিনি ক্ষুব্দ হয়ে মনে কস্টো নিয়ে খালি হাতে বাড়িতে ফিরে গেলেন।

অন্যদিকে ফাতেমা -সোহেল দম্পতি বাচ্চাটিকে কোলে পেয়ে খুশিতে বলেন, অনেক দিন পর হলেও আল্লাহ আমাদের কথা শুনেছেন। আমরা পিতা – মাতা হতে পারলাম। আমরা তাকে সারা জীবন এ ভাবে আলগে রাখবো। আপনারা আমাদের জন্য ও বাচ্চাটির জন্য দোয়া করবেন।

কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত সভাপতি ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিরুপমা রায় বলেন,উপজেলা শিশু কল্যান বোর্ড আছে। সেই বোর্ড একটা উপ-কমিটি করে দিয়ে ছিল। তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাচ্চাটি হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে নবগঙ্গা নদীর বাঁধ অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের নবগঙ্গা নদী দখলমুক্ত করার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি

পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে সদর উপজেলার জাড়গ্রামসহ ৫ টি গ্রামের মৎস্যজীবি ও বাসিন্দারা।

কর্মসূচিতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে এলাকাবাসী, মৎস্যজীবীসহ নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় স্থানীয় মৎস্যজীবি বিমল কুমার, মহন্তলাল, জয়গোপাল, পরিতোষ কুমার, কৃষক ওসমান গণি, আমিরুল ইসলাম, গোলাম মওলা, ট্যাংরা বিশ্বাস, গোলাম মোস্তফা, কামরুল ইসলাম, আবুল কালাম, সবুর হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, সদর উপজেলার জাড়গ্রাম, হামিরহাটি, চাঁদপুর, হাকিমপুর ও রাউতাইল গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদীর ৮ টি স্থানে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করছে পার্শবর্তী হরিণাকুন্ডু উপজেলার প্রভাবশালী ফজলু মালিথা, রবিউল ইসলামসহ দখলদাররা। স্থানীয় কৃষকরা নদীতে গেলে তাদের মারধর করা হয়। এমনকি নদীর পানিও ব্যবহার করতে দেয়া হয় না। তাই দ্রুত বাঁধ অপসারণ করার দাবি তাদের। পরে জেলা প্রশাসকের কাছে তাদের দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন তারা।

ঝিনাইদহে ভাগ্নেকে খুনের দায়ে মামার মৃত্যুদন্ড

মহেশপুরে ভাগ্নেকে খুনের দায়ে মামা আব্দুল জলিল সরকারকে মুত্যুদন্ড দিয়েছে ঝিনাইদহের দায়রা জজ আদালতের বিচারক।

আজ সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ সিনিয়র দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এ রায় প্রদান করেন। দন্ডপ্রাপ্ত আব্দুল জলিল সরকার মহেশপুর উপজেলার ঘুগরী গ্রামের দুলু সরকারের ছেলে।

মামলার সংক্ষিপ্ত রায়ে জানা যায়, মহেশপুরের ঘুগরী গ্রামের দুলু সরকারের মেয়ের সাথে রইচ উদ্দিনের বিয়ে হয়। সেখানে একটি পুত্র সন্তান হয়। মা শিখা বেগম এক বছর পরে ছেলে সাইদুর রহমান রানাকে

রেখে অন্যত্রে বিয়ে করে। আবার বাবাও অন্যত্রে বিয়ে করে। ফলে রানা তার নানা বাড়ীতে থেকে যায়। ২০১১ সালের মাঝামাঝি সময় নানা দুলু সরকার ইচ্চাকৃত ভাবে নাতিকে ৪ কাঠা জমি রেজিষ্ট্রী করে দেয়। এরপর থেকে মামা জলিলের সাথে ভাগ্নের রানার শত্রুতা বেড়ে যায়। জলিল তার পিতা-মাতাকে মারধর করতে শুরু করে।

একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ২০১৩ সালের ১০ আগষ্ট সন্ধ্যার পরে বাড়ীর সামনের রাস্তার উপর কুপিয়ে রক্তাক্ত করে জখম করে ভাগ্নে রানাকে। চিকিৎসার জন্য মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যায় রানা। ঐদিন রাতেই রানার পিতা বাদী হয়ে আব্দুল জলিল সরকারের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৩০২ ধারার একটি মামলা দায়ের করে মহেশপুর থানায়। তদন্ত শেষে একমাত্র আসামী মোঃ আব্দুল জলিল সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন পুলিশ। আদালতে দীর্ঘ দিন ধরে বিচার কার্য অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সোমবার এ রায় প্রদান করা হয়। রায়ে দোষী সাব্যস্ত করে আব্দুল জলিলকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে আদালত। এছাড়াও তিন লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য় করে আদালত। এ মামলার আসামী আব্দুল জলিল সরকার পলাতক রয়েছে।

ঝিনাইদহে বিএনপি-জামায়াতের ২৬ নেতাকর্মী আটক

ঝিনাইদহে নাশকতা প্রতিরোধে পুলিশের বিশেষ অভিযানে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীসহ ২৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। রবিবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, জেলার ৬টি উপজেলায় নাশকতাবিরোধী বিশেষ অভিযান শুরু করা হয়েছে। এরই অংশ হিসাবে সদর ৭, হরিণাকুণ্ডু ৩, কালীগঞ্জ ৫, কোটচাঁদপুর ২ ও মহেশপুর উপজেলা থেকে ৯ জন বিএনপি-জামায়াত নেতাকর্মীকে আটক করে পুলিশ সদস্যরা।

এর মধ্যে সদরে ১ জন ও মহেশপুরে ২ জন জামায়াত কর্মী রয়েছে বলে

সংশ্লিষ্ট অফিসার ইনচার্জ নিশ্চিত করেন।

হরতালের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ মিছিল

সারাদেশে বিএনপির ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতালের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে সরকারি কেসি কলেজ চত্বর থেকে জেলা ছাত্রলীগের আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই এমপি।

মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পোস্ট অফিস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেসময় আব্দুল হাই এমপি, জেলা আওয়ামী নেতা মাসুদ আহম্মেদ সঞ্জু, সদর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব হোসেন, ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আল-ইমরান, জেলা সেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি শাহরিয়ার করিম রাসেল ও সাধারন সম্পাদক রানা হামিদ, জেলা যুবলীগ নেতা নূরে আলম বিপ্লবসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, সকলকে বিএনপির ডাকা হরতাল প্রত্যাখান করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, হরতালের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি ও জ্বালাও পোড়াও করার চেষ্টা করলে তাদের দাঁত ভাঙা জবাব দেবে আওয়ামী লীগ।

এদিকে জেলা যুবলীগ নেতা বাসের আলম সিদ্দিকীর নেতৃত্বে হাজার হাজার নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে শহরে হরতাল বিরোধী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঝিনাইদহে হরতাল সমর্থনে বিএনপির মিছিল

সারা দেশে বিএনপির ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতাল সমর্থনে ঝিনাইদহে মিছিল করেছে জেলা বিএনপি।

আজ সকালে বিএনপির পক্ষ থেকে শহরের নতুন হাটখোলা রাস্তা থেকে হরতালের সমর্থনে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে এইচএসএস সড়কের দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এতে জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডভোকেট এমএ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাসসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

এদিকে বিএনপি ও জামায়াতের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ঢিলেঢালা ভাবে চলছে। তবে সকাল থেকে স্থানীয় ও দুরপাল্লার বাস ও ট্রাক চলাচল বন্ধ রয়েছে। কিন্তু অল্প কিছু ইজিবাইক ও সিএনজিতে চলাচল করছে মানুষ। এতে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে জনসাধারনেরা। সকাল থেকে দোকান-পাট বন্ধ থাকলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে দোকান খুলতে দেখা গেছে অনেকের।

ঝিনাইদহে মেলার স্টল দিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে কৃষ্ণচূড়া অ্যাভিনিউয়ের চারা গাছ

ঝিনাইদহ শহরের মডার্ণ মোড় থেকে পুরাতন ধোপাঘাটা ব্রিজ অভিমূখে কৃষ্ণচূড়া গাছ লাগিয়ে সড়কটির “কৃষ্ণচূড়া অ্যাভিনিউ” নামকরণ করেন ঝিনাইদহের সদ্য সাবেক জেলা প্রকাশক মনিরা বেগম।

সড়কটির দুই ধারে লাগানো হয় অনেক গুলি দৃষ্টি নন্দন কৃষ্ণচূড়া গাছের চারা। বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশবাদি সংগঠনও কৃষ্ণচূড়া

গাছের চারা রোপণ করে রাস্তার দুই ধারে। কিন্তু সেই সড়কের দুই ধারে মেলার দোকান বসিয়ে গাছ গুলির জীবন বিপন্ন করে তোলা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, বেশ কয়েকটি গাছ স্টল তৈরির সময়েই ভেঙে ফেলা হয়েছে। আবার অনেকগুলি গাছ দোকানের মধ্যে রেখেই দোকানের ছাউনি তৈরি করা হয়েছে। এই গাছগুলোও মেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত মারা যেতে পারে বলে স্থানীয়রা আশঙ্কা করছেন।

জানাগেছে, দূর্গা পূজার পরেই রাস্তার ধারেই মেলা বসাচ্ছেন মডার্ণ মোড় এলাকার ফার্নিচার ব্যবসায়ী রোকন। তিনি প্রতিবছরই মেলা বসান। এর আগের বছর সরকারের বিপুল অংকের রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে মেলা চলমান অবস্থায় বন্ধ করে দেয় জেলা প্রশাসক। এবারও কেমন করে তিনি আবার মেলার মাঠ পরিচালনার অনুমতি পেয়েছেন।

পরিবেশ কর্মী মাসুদ আহমেদ সনজু বলেন, বৈশি^ক উষ্ণতা থেকে বাঁচতে সরকার বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করছে। আমাদের সবার দায়িত্ব গাছ লাগানো। সেখানে যার ব্যবসায় হলো গাছ মেরে কাঠ তৈরি করা তিনিই আবার জেলা প্রশাসনের বাস্তবায়িত কৃষ্ণচূড়া অ্যাভিনিউয়ের কৃষ্ণচূড়া গাছ গুলিই দোকান তৈরি করে মেরে ফেলছেন। আমরা সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রেখে প্রয়োজনে অন্য স্থানে মেলা বসানো হোক। এব্যাপারে আমরা জেলা প্রশাসকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।